নিউজ লেটার

মার্চ ২০১৪

একীভূত শিক্ষা...
উন্নয়নের পথে একটি কার্যকরি পদক্ষেপ

This project is funded by
The European Union

A project implemented by
Leonard Cheshire Disability and Gana Unnayan Kendra (GUK)

একনজরে অগ্রগতি

মৌলিক ডাটা

- এই অবধি ২১২৮ জন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ভর্তি হয়েছে।
- ২৬২টি মূলধারার প্রাইমারী স্কুল প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

সামাজিক গ্রুপ গঠন

- ১০০টি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাব গঠন করা হয়েছে।
- ১০০টি অভিভাবকদের দল গঠন করা হয়েছে।
- এনজিও প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী সংগঠনের সদস্য, সাংবাদিকদের এসোসিয়েশন, অভিভাবকদের প্রতিনিধি এবং ইউনিয়ন পরিষদ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১৬৫ সদস্য বিশিষ্ট ৭টি এ্যালায়েন্স গঠিত হয়েছে।

সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা

- একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে ২৯৯ জন শিক্ষক।
- ইশারা ভাষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে ১৬৪ জন শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও তাদের অভিভাবক।
- ১৬২ কেয়ারগিভার/অভিভাবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
- একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে ১৮ জন প্রাইমারী স্কুলের ইন্সট্রাক্টর (১২ পুরুষ, ৬ মহিলা)।
- সভা পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে ১০০ জন শিশু ক্লাবের সদস্য।
- প্রকল্প এলাকায় ১০টি একীভূত শিক্ষা বিষয়ক রিসোর্স কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

অধিপরামর্শ

- সরকারি কর্মকর্তা ও ইউপি সদস্যদেরকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ৪৯ প্রাইমারী শিক্ষা অফিসার (৩৭ পুরুষ, ১২ মহিলা), ৫৯ ইউপি সদস্য (৫৬ পুরুষ, ৩ মহিলা)।
- জেলা পর্যায়ের সমাজসেবা, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়ন করা হয়েছে।
- একীভূত শিক্ষা বিষয়ক গাইডলাইন বাংলায় তৈরী ও ব্যবহার করা হচ্ছে।
- উচ্চ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক কারিকুলাম এবং শিক্ষক বিষয়ক কারিকুলাম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রবেশগম্যতা ও মুক্ত চলাচল

- ৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে প্রবেশগম্যতা ও বাধামুক্ত চলাচলের জন্য র‍্যাম্প ও রেলিং স্থাপন, পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণ, প্রসারিত ব্ল্যাক বোর্ড ও দরজা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন উজ্জল রংয়ের দ্বারা চিত্রাংকন করা হয়েছে।

শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তা

- ১৫০টি স্কুলে শিক্ষণ উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্যগত এবং কার্যকর সক্ষমতা বিষয়ক সহযোগিতা ৭৬৮ জন প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী গ্রহণ করেছে।
- প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১৮৩ জন (১০০ ছাত্র, ৮৩ ছাত্রী) সহায়ক উপকরণ, ৪৭৯ জন (২৬৮ ছাত্র, ২১১ ছাত্রী) থেরাপী এবং যাতায়াত সহযোগিতা ৪২৯ জন (২৩২ ছাত্র, ১৯৭ ছাত্রী) গ্রহণ করেছে।
- ১০৯২ জন প্রতিবন্ধী ছাত্র (৬২০ ছাত্র, ৪৭২ ছাত্রী) প্রয়োজনীয় কোচিং সহায়তা পেয়েছে।

সূচি

প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা ঃ প্রতিবন্ধী শিশুদের অগ্রাধিকার দিতে হবে	পৃষ্ঠা ৪
প্রাইমারী স্কুল পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা - প্রতিবন্ধী বান্ধব কোন নির্দেশনা নাই	পৃষ্ঠা ৬
শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা- প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে	পৃষ্ঠা ৭
প্রতিবন্ধী শিশুদের শিখন সহজতর করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং কৌশল	পৃষ্ঠা ৮
তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ বিষয়ক উপকরণ	পৃষ্ঠা ৯
গণমাধ্যমে প্রকল্পের প্রচারিত কার্যক্রম	পৃষ্ঠা ১০
প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুভূতি	পৃষ্ঠা ১১
স্কুল শিক্ষকতাই হুমায়রা'র স্বপ্ন	পৃষ্ঠা ১২

সম্পাদক
এম. আবদুস্ সালাম

সম্পাদকীয় পরিষদ
আনজুম নাঈদ চৌধুরী
আফতাব হোসেন
আসাদুল ইসলাম আসাদ
ধরিত্রীন্দু বর্মণ
এস কে মামুন

নির্বাহী সম্পাদক
আলীম-আল-রাজী

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
আজিজ আহমেদ
আফসানা চৌধুরী

গ্রাফিক ডিজাইন
বিপ্লব দাস অরু
হিরন্ময় চন্দ
ইব্রাহিম খান মনি

সম্পাদকের বার্তা

শিক্ষা হচ্ছে উন্নয়নের চালিকা শক্তি কিন্তু গভীর চিন্তার বিষয় যে কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের সমকক্ষ অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করবে তা জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দক্ষ শিক্ষক ও প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামোর অভাবে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীরা ভিন্নভাবে সক্ষম এবং সেজন্য তাদের কিছু অতিরিক্ত সুবিধা এবং সুযোগ প্রয়োজন তাদের সমকক্ষ অপ্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায়। প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের একীভূত শিক্ষা মূল স্রোতধারায় যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা প্রদান, প্রবেশগম্য স্কুল বিল্ডিং নিশ্চিত এবং প্রতিবন্ধী বান্ধব প্রাথমিক বিষয়ক টেক্সটবুক ও কারিকুলাম তৈরী করার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় যৌথভাবে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র ও লিওনার্ড চেশেয়ার ডিসঅ্যাবিলিটি ৩ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৩ সালে প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন সচেতনতা এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম নীলফামারী জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে সম্পন্ন করেছে। ২১০০ জনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এরমধ্যেই প্রকল্পে ২১২৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০১৩ সালে উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে তাদের মধ্যে শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম এবং প্রাইমারি লেভেল টেক্সটবুক পর্যালোচনা, শিক্ষা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তার সাথে সভা করা এবং প্রশিক্ষণ ও সভার মাধ্যমে শিক্ষক, সরকারী কর্মকর্তা, ও কমিউনিটি নেতাদের মাঝে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; প্রবেশগম্য স্কুল বিল্ডিং তৈরী করা; এবং প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা করা যাতে তারা স্কুলে ভর্তি হতে পারে এবং তাদের লেখাপড়া চলমান রাখতে পারে।

প্রকল্প হতে প্রাপ্ত শিখন, অভিজ্ঞতা এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে কাজ করে যে অর্জন সমূহ পাওয়া গেছে তা এই নিউজলেটারের মাধ্যমে সকলের কাছে পৌছানোই আমাদের প্রচেষ্টা। আমি মনে করি নিউজলেটার পাঠকগণ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারবে যা একীভূত শিক্ষা বিষয়ক উন্নয়ন কৌশলকে আরো প্রসারিত করবে এবং আগামীতে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নে অবদান রাখবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই প্রকল্পে সহায়তা প্রদানের জন্য। প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সকল স্টেকহল্ডারদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও অবদান রাখার জন্য। এই নিউজলেটার প্রকাশে যারা কাজ করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

এম. আবদুস্ সালাম
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)

প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা ঃ প্রতিবন্ধী শিশুদের অগ্রাধিকার দিতে হবে

প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম (curriculum) সার্বিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকা। পাঠ্যক্রমের উপর ভিত্তি করে রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হয় বিদ্যালয় পর্যায়ে। শিক্ষকগণের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাবলী আয়ত্ত করার মাধ্যমে নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতাবলী অর্জন করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শিক্ষা পাঠ্যক্রম (curriculum)। প্রকল্প শিক্ষা পাঠ্যক্রমটি পর্যলোচনা করে নিম্নলিখিত সমস্যগুলো চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী পরামর্শ প্রদান করে।

সমস্যাসমূহ

১। প্রতিটি বিষয় এর পাঠ ও শিক্ষা নির্দেশনা অনুমান করে যে প্রতিটি শিশুরই জ্ঞানার্জন এর জন্য যথাযোগ্য বোধশক্তি, শারীরিক, ও মানসিক দক্ষতা আছে যা দিয়ে তারা বুঝতে পারে (দেখা, শোনা) অথবা অভিব্যক্তি প্রকাশ বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে (বলা, লেখা)। এই কারিকুলাম এর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠ ও শিক্ষা নির্ভর করে দেখা, শোনা, বলা ও লেখার দক্ষতাগুলোর উপর। এই শিক্ষা কারিকুলামে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার উপযোগী কোনরূপ ব্যবস্থা রাখা হয়নি ফলে এ ধরনের শিক্ষা ও পাঠদান ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী শিশুদের একেবারেই বঞ্চিত করা হয়েছে।

২। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে এ কারিকুলাম যথাযথ একীভূত ও প্রতিবন্ধী শিশু বান্ধব নয়।

৩। এ কারিকুলামে যথাযথভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হয় তার উল্লেখ নেই। বিশেষ করে, এ কারিকুলামে মেধা ও বোধশক্তি এর ক্ষেত্রে শ্রবণ, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে কিছুই বলা নেই। যৎসামান্য যা বলা আছে তা শুধুমাত্র মাঝারী প্রতিবন্ধিকতার শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- মোট ২৯৯ জন স্কুল শিক্ষিক এই পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
- ৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে সহজভাবে প্রবেশগম্য করা হয়েছে।
- ২১২৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ২৬২টি মূলধারার প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

৪। বর্তমান কারিকুলামে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদান এর ক্ষেত্রে। উন্নতিসাধন ও উপযোগী করে তুলতে কি ধরনের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়নি।

৫। বর্তমান কারিকুলামে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিখন ক্ষেত্রে কি ধরনের ফলাফল আশা করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি।

৬। বর্তমান কারিকুলামে বাস্তবিক ও প্রয়োগিক পরিসর নিতান্তই সামান্য। এছাড়াও এই কারিকুলাম কিভাবে শিক্ষাদানকে অধিকতর আনন্দায়ক করে তোলা যায় ও কি করে শিশুদের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষায় দক্ষ করে তোলা যায় সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

৭। বর্তমান মূল্যায়ন ও এতদসক্রান্ত গবেষণার কোথাও প্রতিবন্ধী শিশুদের চাহিদার বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি।

পরামর্শ ও দাবি

১। যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকা।

২। পাঠবই এর বিকল্প মাধ্যম (ব্রেইল পদ্ধতি, অডিও, বড় অক্ষর এ ছাপা বই ইত্যাদি উপকরণ) এর ব্যবস্থা রাখা।

৩। সকলে একই মাত্রায় পড়তে, লিখতে, শুনতে, শিখতে পারে না। শিক্ষা পদ্ধতি ও উপকরণ নির্ধারণ এর ক্ষেত্রে আমাদের এ সকল ভিন্ন মাত্রার প্রতিবন্ধীতার কথা মাথায় রাখতে হবে।

৪। একটি শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন মাত্রার প্রতিবন্ধী ও বিভিন্ন চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র উপস্থিত থাকতে পারে। যখন কারিকুলাম এর নির্দেশনা অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়, তখন প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল্যায়ন এর ক্ষেত্রে এ কাজটি অনেক কঠিন হয়ে যায়।

৫। একটি শিশুর শিক্ষা অর্জন এর ক্ষমতা তার প্রতিবন্ধিতার মাত্রা দিয়ে নির্ধারণ হয় না। বরং কারিকুলাম, শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা, বিকল্প ব্যবস্থার লভ্যতা এ সকল কিছু দিয়েই নির্ণয় হয় একটি শিশুর জ্ঞানর্জন এর ক্ষমতা। আমরা দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করি যে প্রতিবন্ধিতার সামাজিক মডেল পরিবেশ এর বাধাসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে আসে, প্রতিবন্ধিতাকে নয়। এ কারিকুলামে একীভূত শিক্ষার কোন ধারণা দেওয়া হয়নি।

৬। সহায়ক উপকরণ যেমন শ্রবণযন্ত্র, হুইলচেয়ার ইত্যাদি দিয়েই প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহায্য করা যাবে না। বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, সহজে চলাচল উপযোগী অবকাঠামো, প্রবেশযোগ্য পাঠ্যবই, একীভূত মূল্যায়ন ও পদ্ধতি, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ইত্যাদি সকল কিছুর প্রয়োজন।

প্রাইমারী স্কুল পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা - প্রতিবন্ধী বান্ধব কোন নির্দেশনা নাই

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতাগুলি অর্জনে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিতে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে একজন শিক্ষার্থী নির্ধারিত যোগ্যতাগুলি অর্জন করে থাকে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব সক্ষমতা ও শিক্ষকের দক্ষতার সাথে সাথে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক বিবেচনায় আনা দরকার। কিন্তু বই এর আকার এবং নির্দেশনা প্রতিবন্ধীদের বিবেচনা করে তৈরী করা হয়নি। পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত নির্দেশনা বিভিন্ন মাত্রা ও ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। প্রাইমারী স্কুলের বাংলা, অংক, বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ ও বিশ্ব টেক্সট বুক পর্যলোচনা করে যে ফাইন্ডিংস পাওয়া গেছে তা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। ছকের প্রথম কলামে টেক্সট বুকে যা নির্দেশিত আছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় কলামে নির্দেশনার কি প্রভাব পড়েছে তা উল্লেখ আছে এবং তৃতীয় কলামে কি করা যায় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্দেশনা যা বইয়ে দেয়া আছে	কার, কি ধরনের সমস্যা/অসুবিধা হতে পারে	কি করলে সকলের জন্য (প্রতিবন্ধী এবং অন্যরা) ভাল হতো
মুখে মুখে বলি	বাক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী নাও বলতে পারে।	ইশারা বা অভিনয়ের মাধ্যমে বলা।
ছবি দেখি	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী নাও দেখতে পারে।	স্পর্শ করে জেনে নেয়া যায় এমন বাস্তব বা মডেল উপকরণ ব্যবহার করা। কাহিনী বা ঘটনাটি বা বিষয়টি মুখে মুখে জেনে নেয়া যায়।
ছবি দেখি	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী নাও দেখতে পারে।	স্পর্শ করে জেনে নেয়া যায় এমন বাস্তব বা মডেল উপকরণ ব্যবহার করা। কাহিনী বা ঘটনাটি বা বিষয়টি মুখে মুখে জেনে নেয়া যায়।
ছবি দেখে গণনা করা	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পক্ষে ছবি দেখা সম্ভব নাও হতে পারে।	বিকল্প নির্দেশনা ও উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ থাকার দরকার।
গণনা করে সঠিক সংখ্যায় টিক দাও	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পক্ষে সঠিক সংখ্যা একটি সাধারণ ছাপানো পুস্তকে দেখা সম্ভব নাও হতে পারে।	বিকল্প নির্দেশনা ও উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ থাকার দরকার।
ডটগুলো যোগ করে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি তৈরি করা	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পক্ষে সঠিকভাবে ডটগুলো একটি সাধারণ ছাপানো পুস্তকে দেখা ও বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে।	বিকল্প নির্দেশনা ও উপকরণ ব্যবহার করা দরকার।
ঘড়ি দেখে সময় বলা	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পক্ষে সঠিকভাবে ঘড়ি দেখা সম্ভব নাও হতে পারে। বাক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য কথা বলা একটি কঠিন কাজ।	বিকল্প নির্দেশনা ও উপকরণ ব্যবহার করা দরকার। বলার জন্য ইশারার ভাষা ঠোঁট পঠন ব্যবহার করা যেতে পারে।
কাজ	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর পক্ষে অন্যদের মত মানচিত্র দেখা সহজ নয়।	স্পর্শযোগ্য ভূগোলক, মানচিত্র অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে ও প্রয়োগ করে দেখানো। বিকল্প নির্দেশনা ও উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ থাকতে হবে। বাস্তব উপকরণ ও নির্দেশনা অনেক বেশি সহায়ক হতে পারে।
কবিতার প্রথম আট লাইন মুখস্থ বলি	বাক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর পক্ষে মুখে বলা সম্ভব নাও হতে পারে।	বিকল্প নির্দেশনা ব্যবহার করার সুযোগ থাকতে হবে। ইশারায় ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ থাকতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা- প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) শিক্ষাক্রম (curriculum) প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা ও বাস্তবায়নে শিক্ষকগণকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। এই শিক্ষাক্রমের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার কোর্স পাঠ্য (কোর্সের জন্য আবশ্যকীয় পুস্তক) রচিত হয়। যা ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)-এর প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের আয়ত্ত করতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে স্কুল হতে একই সুবিধা পাওয়া উচিত। একই রকম ব্যবস্থা সর্বোপরি উপযুক্ত বা মাননসই শিক্ষক দরকার সকল প্রকার ছাত্র এর চাহিদা পূরণের জন্য। কারিকুলামটি কতটুকু প্রযোজ্য, প্রতিবন্ধী বান্ধব এবং একীভূত তা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত গ্যাপ ও সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।

সমস্যাসমূহ

- কোন ক্রেডিট আওয়ার আস্যাইন করা হয়নি একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সম্পর্কিত বিষয়সমূহে।
- যদিও কোর্স এর সময়কাল বাড়ানো হয়েছে, এখনও একীভূত শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি।
- বরাদ্দকৃত সময়ের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ইনপুট দেওয়া হয়েছে শিক্ষকদের প্রতি প্রতিবন্ধী ইস্যুতে।
- শিক্ষকরা কার্যকরভাবে ম্যানেজ করতে পারেনা বিভিন্ন বৈচিত্র্য এর চাহিদা এবং বাধাগ্রস্ত ছাত্ররা যারা 'পড়া', 'লেখা' এবং 'শুনার' মত অবধারিত চাহিদা পূরণে সমর্থ নয়।
- শিক্ষকরা সমস্যায় পড়ে যখন ক্লাসে শিক্ষা দেয় বিভিন্ন বৈচিত্র্য এর চাহিদা এবং বাধাগ্রস্ত ছাত্রদেরকে যদি না কারিকুলাম কোর্স এর বিষয়বস্তু এবং শিক্ষা পদ্ধতি একীভূত করে।
- ছাত্র মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রতিবন্ধী ছাত্রদেরকে অন্তর্ভুক্ত না করা হয় তবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও ইনস্ট্রাক্টর এর মধ্যে আগ্রহ কমে যাবে যা প্রতিবন্ধী ছাত্রদেরকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

সুপারিশমালা

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এর আলাদা পেপার অথবা বিষয় থাকা উচিত যাতে তারা বিভিন্ন বাধাগ্রস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যাকে দূর করতে পারে। কারিকুলামে প্রতিবন্ধী বিষয় থাকা উচিত। শিক্ষকদের জানা উচিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু এবং স্কুলে পড়ার সময় তাদের সমস্যাসমূহ।
- সময় বরাদ্দের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা উচিত যাতে প্রতিবন্ধী ইস্যুতে পর্যাপ্ত ইনপুট অন্তর্ভুক্ত হয় কারিকুলামে।
- উন্নত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে, শিক্ষকদের একীভূত স্কুল ও সমন্বিত স্কুল পরিদর্শন করা উচিত যাতে তারা প্রতিবন্ধী ছাত্রদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে।
- ব্রেইল, ইশারা ভাষা প্রভৃতি পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত স্কুলে।
- বিষয়বস্তুগত জ্ঞান এবং শিক্ষণ বিজ্ঞান এর পাশাপাশি, পেশাগত জ্ঞান এর প্রতি সমানভাবে নজর দিতে হবে- প্রতিবন্ধী সচেতনতা সেশন প্রশিক্ষণে অংশ হতে হবে এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন শিক্ষণ উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে যাতে তারা শিক্ষা দিতে পারে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিখন সহজতর করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং কৌশল

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ ও শিখন উপকরণ নির্ভর করে শিশুদের চাহিদার উপর। কিছু সংখ্যক শিক্ষণ ও শিখন উপকরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো যা শিক্ষকরা ব্যবহার করতে পারে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য উপকরণ

ব্রেইল স্লেট, এ্যাবাকাস, ট্রেইলার ফ্রেইম, রিডিং স্ট্যান্ড, লিখিত গাইড, টেপ-রেকর্ডার, মার্বেল বোর্ড, অপটিকাল ডিভাইস, স্পর্শ উপকরণ যেমন প্লাস্টিক বর্ণমালা সেট, ফলমূল, ফুল প্রভৃতি, ক্লাস ১ থেকে ৫ পর্যন্ত ব্রেইল বুকস, ব্রেইল বর্ণমালা এবং বড় প্রিন্টিং বই।

শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য উপকরণ

যোগাযোগ বোর্ড, যোগাযোগ ছবি ও চার্ট, ইশারা ভাষার বই এবং বর্ণমালার চার্ট/পোষ্টার।

অটিজম ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য উপকরণ

ফ্লাশ কার্ড সঙ্গে ছবি ও বার্তা, রঙ্গিন বিভিন্ন খেলনা, পাজল, রুটিন বোর্ড, টেপ রেকর্ডার/অডিও, ছবি বোর্ড, ক্রিয়েটিভ বোর্ড, খেলার উপকরণ, অংকন উপকরণ, বিল্ডিং সেট, ম্যাজিক স্লেট।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য উপকরণ

ব্যালান্স বোর্ড, ওয়েজ, প্যাজল, বিল্ডিং সেট, ভেলক্রো বোর্ড, আঙ্গুলের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বড় স্পঞ্জ, চার্ট/পোস্টারের বর্ণমালা, অংক, সহনীয় কলম প্রভৃতি।

খেলার উপকরণ

ক্যারাম বোর্ড, দাবা, লুডু, বল, রিংবল, ইউএনও কার্ড, চেস বোর্ড, স্যাটল কক্ এবং ইনডোর-আউটডোর উপকরণ।

লাইব্রেরী উপকরণ

গল্পের বই, শিক্ষা বিষয়ক ডকুমেন্ট, শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সুবিধা/স্কিম, বড় প্রিন্টিং বই, ব্রেইল বই, শিক্ষণ বিষয়ক পদ্ধতি প্রভৃতি।

তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ বিষয়ক উপকরণ

প্রকল্প এই পর্যন্ত সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ বিষয়ক উপকরণ তৈরী করেছে।

- প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন মেসেজ ২২টি স্কুলের ওয়ালে লেখা হয়েছে।
- ১৫০০ কপি পোস্টার প্রকাশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন স্কুল, সরকারী অফিস এবং ইউপি পাঠানো হয়েছে।
- ৪০০টি শার্ট, ৪০০টি মগ এবং ৫০০ ক্যাপ তৈরী করা হয়েছে যেখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন মেসেজ আছে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন মেসেজ ১০টি বিল বোর্ড এ লেখা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন মেসেজ ২৫টি রিক্সায় লেখা হয়েছে।

আইইসি উপকরণ

গণমাধ্যমে প্রকল্পের প্রচারিত কার্যক্রম

Mohona TV(Telicast) November 20, 2013 Workshop with parents group leaders.

দৈনিক করতোয়া

ডোমারে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সমাবেশ

দৈনিক ইত্তেফাক

সমকাল

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সমাবেশ

দৈনিক করতোয়া

ডোমারে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সমাবেশ

theindependent

nationwide

DHAKA, MONDAY FEBRUARY 24, 2014

www.theindependentbd.com

Physically challenged boy gets wheelchair

8 theindependent

A physically-challenged student received educational materials from an official of NGO Gana Unnayan Kendra (GUK) at Domar upazila in Nilphamari. GUK authorities distributed teaching aid among 45 physically-challenged students at a programme in Domar yesterday. INDEPENDENT PHOTO

মানবকণ্ঠ

প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুভূতি

ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর একজন অংশগ্রহণকারী রোকেয়া বলেন, আমার ছেলে একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী ক্লাস ৫-এ লেখাপড়া করে। সাইন ল্যাংগুয়েজ হচ্ছে একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করে থাকে। আমরাসহ অন্যদের সাইন ল্যাংগুয়েজ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই। এর ফলে রনি কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমি অন্যদের সাথে বিষয়টি জানাই এবং চিহ্নগুলো তাদের বুঝাই। এখন রনি অন্যদের সাথে আগের চাইতে কিছুটা ভালোভাবে যোগাযোগ করতে পারে। সে তার ভাবনাগুলো বিনিময় করাটা বেশ উপভোগ করে যা আমাকে খুব খুশি করে। আমি ধন্যবাদ জানাই জিইউকে।

একজন অভিভাবক যার দুইটি ৬ ও ৭ বছর বয়সের আছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু বলেন, আমি কখনই ভাবি নাই আমার সন্তানেরা সাধারণ স্কুলে ভর্তি হতে পারবে। সাধারণত দক্ষ শিক্ষকের অভাবে প্রাইমারী স্কুল কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তি করতে চান না। কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বিশেষ স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন কিন্তু আর্থিক সমস্যার জন্য আমরা সেটা করতে পারি না। জিইউকে এর কমিনিউনিটি ট্রেনার এর সহায়তায় তারা নিকটবর্তী প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়। কর্মীরা সবসময় তাদের খোঁজখবর রাখে। স্কুল কর্তৃপক্ষ শিশুদেরকে রিসোর্স কেন্দ্রে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন যাতে তারা উপকৃত হয়। আমি খুবই খুশি সকলে আমার সন্তানদের সহায়তা করছে।

মাসুদরানা, সুন্দরকাথা প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক, প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা প্রদানের সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। তার কোন শিক্ষা উপকরণ ছিলনা। জিইউকে থেকে শিক্ষা উপকরণ বক্স পাওয়ার পর সে বেশ খুশি হয় এবং সে তার পরিকল্পনা সহজে করতে পারে। সে বলে, আমি শিক্ষা উপকরণগুলো ব্যবহার করি যখন আমি পরিকল্পনা তৈরী করি। এই উপকরণগুলো খুবই সহায়ক। উপকরণগুলো বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ছাত্রকে সঠিকভাবে শিক্ষা প্রদান করতে সহায়ক। আমি যখন এই উপকরণগুলো ক্লাসে ব্যবহার করি তখন সকল শিশুরা এটা উপভোগ করে।

একজন সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বলেন, সরকারী আদেশ অনুযায়ী আমরা বাধ্য প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে ভর্তি করতে এবং সে অনুযায়ী ১১ জন শিশু আমার স্কুলে ভর্তি হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা তাদের ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারছিনা কারণ শিক্ষকদের তাদেরকে শিক্ষা প্রদানের কোন প্রশিক্ষণ নাই। জিইউকে আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করেছে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তারা তাদের দক্ষতা বাড়িয়েছে যা তাদেরকে সক্ষম করেছে প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে শিক্ষা প্রদান করতে।

- ৮৩৯ বালক ও ৭৭৭ বালিকাসহ মোট ১৬১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ১০০টি শিশু ক্লাবের সাথে যুক্ত।
- ১০৯০ নারী ও ৬১৬ পুরুষসহ মোট ১৭৬০ জন সদস্য ১০০টি অভিভাবক দলের সাথে যুক্ত।
- ৬টি উপজেলা পর্যায়ে এবং একটি জেলা পর্যায়ে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের এল্যাইন্স কর্মরত আছে।

স্কুল শিক্ষকতাই হুমায়ারা'র স্বপ্ন

মোছাঃ হুমায়ারা খাতুন, মোঃ তোফার উদ্দিন এবং মোছাঃ জাহান-ারা বেগম এর কন্যা, নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার পাঠানপাড়া গ্রামে বাস করে। সাত ভাই বোনের মধ্যে হুমায়ারা সকলের ছোট। জন্মের পর থেকে অন্য শিশুদের মত সে যথারীতি বেড়ে উঠে। এক বছর বয়সে পিতামাতা লক্ষ করেন যে, সে তার সমবয়সী শিশুদের মত সাড়া দেয়না এবং তারা আরো ৬ মাস পর নিশ্চিত হন যে হুমায়ারার শুনতে সমস্যা হচ্ছে। শারীরিক বিকাশ পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়গুলো ঠিকঠাক থাকলেও কথা বলার দক্ষতা আসে নাই। হুমায়ারার পাশাপাশি তার পরিবারে তার বড় ভাইও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীতার শিকার। হুমায়ারাদের সংসার চলে পার্শ্ববর্তী জমিতে বিভিন্ন ফসল চাষাবাদ করে। পিতামাতা হুমায়ারার এই অবস্থায় বেশ উদ্বিগ্ন ছিল। পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে তাদের এরূপ প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কিছু কুসংস্কার রয়েছে। অনেকে বলে পাপের ফল হিসেবে তাদের এমন হয়েছে। হুমায়ারা অবহেলা, বৈষম্য ও তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। এমন সময় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও লিওনার্ড চেশিয়ার ডিসএ্যাবিলিটির সহায়তায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র জরিপ চালিয়ে হুমায়ারার সন্ধান পায়। পিতামাতাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়, এই শিশু বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সহায়তা পেলে অন্য শিশুদের মত শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। পরে তাকে পার্শ্ববর্তী মধ্য পাঠান পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করান যদিও শিক্ষকরা প্রাথমিকভাবে অনাগ্রহ প্রকাশ করছিল। হুমায়ারাকে এ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে তার উপযুক্ত হেয়ারিং এইড প্রদান করা হয়। শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ প্রদান করা হয়। জলঢাকা মডেল বিদ্যালয়ের একীভূত শিক্ষা রিসোর্স সেন্টারে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করে। স্পিচ থেরাপী সুবিধা ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হয়। ঐ বিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষককে একীভূত শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষণ-শিখন কৌশল ট্রেনিং প্রদান করা হয়। এর ফলে এখন হুমায়ার প্রায় সব কথা শুনে বুঝে তার যথাযথ উত্তর করতে পারে। সুন্দরভাবে থেমে থেমে গুছিয়ে কথা বলতে পারে। পূর্বে সে কোন একটি একক শব্দও উচ্চারণ করতে পারতো না। তার বর্তমান অবস্থায় তার বাবা মা ব্যাপকভাবে আশাবাদী যে সে ভাল কিছু করবে। শিক্ষায় সে ভাল করছে। তার আগ্রহ ও সাফল্যে শিক্ষকরা খুব খুশি হন।
হুমায়ারা বলে, '*মুই বড় হয়া মাষ্টার হউম। মাষ্টার হয়া ছাত্র-ছাত্রী পড়াম।*'

প্রকাশনায়
ডকুমেন্টেশন এন্ড পাবলিকেশন ইউনিট
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)
নশরৎপুর, গাইবান্ধা ৫৭০০, পোস্ট বক্স-১৪, বাংলাদেশ
ফোন ও ফ্যাক্স : +৮৮ ০৫৪১-৮৯০৪২
ওয়েবসাইট: www.guk.org.bd, www.facebook.com/gukgaibandha, twitter.com/GUKGaibandha

This project is funded by
The European Union

A project implemented by
Leonard Cheshire Disability and Gana Unnayan Kendra (GUK)